ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. VI, No. 2, July 2018 AD

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞশংসায়িত বাংলা যাণ্মাসিক জার্নাল

ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. VI, No. 2, July 2018 AD

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদকমণ্ডলী
ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক)
প্রফেসর নির্বাণ বসু
প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর
প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ
প্রফেসর অমিত দে

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

Registration No. S/2L/No. 11071 of 2013-2014
Under West Bengal Registration of Societies Act XXVI of 1961

কার্যনির্বাহী সমিতি ২০১৮-২০

পৃষ্ঠপোষক	: প্রফেসর বিনয়ভূষণ চৌধুরী
সভাপতি	: ড. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
সহসভাপতি	: প্রফেসর আনন্দগোপাল ঘোষ
	প্রফেসর নির্বাণ বসু
	প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক	: ড. সিদ্ধার্থ গুহ রায়
সহসম্পাদক	: বিদ্যুৎ সরকার
কোষাধ্যক্ষ	: ড. তপতী ভট্টাচার্য
সদস্য	: ড. সৌমিত্র শ্রীমানী
	ড. অরুন্ধতি মুখোপাধ্যায়
	শুভাশিস ঘোষ
	ড. নীলাংশুশেখর দাস
	ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়
	ড. সুভাষ বিশ্বাস
	ড. পলাশ মণ্ডল
	প্রসেনজিৎ মুখার্জী
	অয়ন ব্যানার্জী
	দেবাশীষ পাল
	রাজেশ বিশ্বাস
	অমৃতা শেঠ
	অক্রুর সরদার

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা)

প্রফেসর বিনয়ভূষণ চৌধুরী (পৃষ্ঠপোষক, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা)

প্রফেসর সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম

প্রফেসর হোসেনুর রহমান প্রফেসর অলোক রায় প্রফেসর অনিরুদ্ধ রায়

প্রফেসর আনিসুজ্জামান প্রফেসর সব্যসাচী ভট্টাচার্য প্রফেসর পবিত্র সরকার

প্রফেসর রজতকান্ত রায় বারিদবরণ ঘোষ প্রফেসর পল্লব সেনগুপ্ত

ড. গৌতম নিয়োগী প্রফেসর সুমিতা চক্রবর্তী

প্রফেসর আনন্দগোপাল ঘোষ প্রফেসর রণবীর চক্রবর্তী

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক) প্রফেসর নির্বাণ বসু

প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ প্রফেসর অমিত দে

সম্পাদকীয় দপ্তর

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী, ৮বি বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৭

দূরভাষ : (০৩৩) ২২১৮-৪১৯৫

ইতিকথা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ পর্যালোচিত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
ISSN 2320-3447 *Itikotha* (Print)
Vol. VI, No. 2, July 2018 AD

সম্পাদকীয় ৯

স্মরণালেখ্য

হরিদাস মুখোপাধ্যায় (১৯২০-২০১৮) ১১
নির্বাণ বসু

প্রবন্ধ

ইতিহাসচর্চায় বাঙালি: মাখনলাল রায়চৌধুরী ২১
গৌতম নিয়োগী

বাংলাদেশে শিল্পকলা সংগ্রহে সংগ্রহশালার ইতিহাস ৩১
মধুপর্ণা রায়চৌধুরী

'দীনদয়ালের ঘরে'—সাহেবধনী ও কুবির গোঁসাই ৫০
অসীম বিশ্বাস

সেই বিখ্যাত কান্তবাবুর দুটি হিসাবের বই ৮১
সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

স্বাধীনোত্তর বাংলার উদ্‌বাস্তু সমস্যা সমাধানে লীলা রায়ের ভূমিকা ১০৫
পলাশ মণ্ডল

কংগ্রেস রাজনীতির রূপান্তর: ঔপনিবেশিক বাংলা ও
উত্তর-ঔপনিবেশিক পশ্চিমবঙ্গ ১২৮
অজন্তা বিশ্বাস

১৮৭১ থেকে ১৯৪৫ সময়কালে বাংলার নয়া দক্ষিণপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও
জার্মান জাতীয়তাবাদ: দুটি ভিন্নধর্মী জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ ১৪৯
সৌম্য বোস

চীন দেশ ও তিনটি ভিন্ন কাহিনি:
ড. নর্মান বেথুন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, আশুতোষ রায় ১৮৬
অমিত ভট্টাচার্য

গ্রন্থ সমালোচনা

বিজ্ঞান শুধুই প্রাতিষ্ঠানিক নয় ২১৩
নির্বাণ বসু

হরিদাস মুখোপাধ্যায় (১৯২০-২০১৮)

নির্বাণ বসু*

(প্রাপ্ত : ১৬ জুন ২০১৮ খ্রি.)

২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল আমাদের সমকালীন প্রবীণতম ইতিহাসবিদ, ইতিহাসের যশস্বী অধ্যাপক ও কৃতী ছাত্র হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটল। শেষ হল একটি যুগের।

আদি নিবাস পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) ঢাকা জেলার হাসারা গ্রামের এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে। অবশ্য ছোটোবেলা থেকেই উত্তর কলকাতার বাসিন্দা। পিতা মনসাচরণ মুখোপাধ্যায় ব্রিটিশ সওদাগরি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, মাতা সর্বমঙ্গলাসুন্দরী দেবী নিষ্ঠাবতী উদারহৃদয়া গৃহবধূ। পিতামাতা উভয়েই ধর্মপ্রাণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা অনুগামী ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎশিষ্য স্বামী অভেদানন্দের কাছে মন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্ত। পিতামাতার তিন সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠতম হরিদাসের জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই ধর্মীয় পরিমণ্ডলেই। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই তিনিও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। শিক্ষালাভের সূচনা উত্তর কলকাতায় অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে। এরপর উত্তর কলকাতার হাতিবাগানে অবস্থিত সেন্ট্রাল ক্যালকাটা স্কুল (বর্তমানে ক্ষুদিরাম বসু বিদ্যালয়) থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে এবং বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি.এ. প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দু-বারেই প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রৌপ্যপদক পান।

* প্রফেসর (অব.), ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : bangiyaitihas@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৮ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২১-৩০
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

ইতিহাসচর্চায় বাঙালি: মাখনলাল রায়চৌধুরী

গৌতম নিয়োগী*

(প্রাপ্ত ও গৃহীত: ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

বাঙালি ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরীর নাম অনেকটা বিস্মৃত। অথচ যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে ও সারস্বত সাধনায় এই বঙ্গে একদা গড়ে উঠেছিল ভারতীয় মধ্যযুগ-চর্চায় এক উজ্জ্বল ধারা, তিনি ছিলেন তাঁদেরই এক অগ্রগণ্য মানুষ। স্যর যদুনাথ সরকারের প্রদর্শিত পথে যাঁরা উঠে এসেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। তাঁর জীবন ও কর্ম সংক্ষেপে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাঙালি ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফারসি ভাষায় উপযুক্ত জ্ঞান, মূল প্রাথমিক উপকরণ ব্যবহারের যোগ্যতা তাঁর ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ও ইসলামিক ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিভাগে মহিবুল হাসান, খোদাবক্স প্রমুখ পণ্ডিতজনের পাশে অধ্যাপক রায়চৌধুরী বিরাজমান ছিলেন। ইদানীং মধ্যযুগ চর্চাকারী অথবা ইসলামিক ইতিহাসের গবেষকদের মধ্যে ফারসি চর্চার অভাব পীড়াদায়ক। ড. রায়চৌধুরীর প্রধান কাজ আকবরের ধর্মনীতিবিষয়ক। এই প্রবন্ধে শুধু ইতিহাসবেত্তা নয়, মানুষ মাখলালেরও পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

সূচকশব্দ

ফারসি ভাষা, মোগল সম্রাট আকবর, দীন-ই-ইলাহি, ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, সুল-ই-কুল, মিশর ভ্রমণ, ইসলাম ও সংগীত, মোগল যুগে ধর্ম, জাহানারা-র আত্মকাহিনি।

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (অব.), রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া এবং বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক, যোশী অধিকারী ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail : goutamneogi1947gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৮ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) *পৃ. ৩১-৪৯*
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে শিল্পকলা সংগ্রহে সংগ্রহশালার ইতিহাস (ঔপনিবেশিক যুগ)

মধুপর্ণা রায়চৌধুরী

(প্রাপ্ত: ১০ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি., মানোন্নীত: ৮ মার্চ ২০১৮ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এশিয়াটিক সোসাইটির যে জৈবতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছিল, তারই সূত্র ধরে বাংলাদেশে সংগ্রহশালার ইতিহাসের সূত্রপাত। এই সংগ্রহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ভারতীয় জাদুঘর। যে অল্প কয়েকজন ঐতিহাসিক সংগ্রহশালার ইতিহাসের আলোচনা করেছেন, তাঁরা এ-ব্যাপারে একমত যে উনিশ শতকের শেষদিকে ভারতবর্ষে প্রত্নবিদ্যার প্রসার যখন হল, তখন থেকেই প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালাগুলি গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষে ন্যাচারাল হিস্ট্রি থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহই অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। এখানে আর্কিওলজিকাল সার্ভের একটা বড়ো ভূমিকা আছে। বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে যে স্থানীয় সংগ্রহালয়গুলি গড়ে উঠেছিল, সেখানে মাটি খুঁড়ে বা বিভিন্ন মন্দিরের দেওয়াল থেকে যে মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি সংরক্ষিত হয়েছে। ভারতীয় জাদুঘরের ক্ষেত্রেও বিশ শতকের গোড়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ গড়ে তোলার দিকে যে বিশেষ ঝোঁক এসেছিল, সমসাময়িক প্রতিবেদনগুলি থেকে এ-বিষয়টি বোঝা যায়। এ-প্রসঙ্গে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা রমাপ্রসাদ চন্দ্রের মতো প্রত্নতাত্ত্বিকদের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলার শিল্পবস্তু সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভারতীয় জাদুঘর এবং রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। একই সঙ্গে ঢাকার সংগ্রহালয়ের কথাও বলতে হয় যেখানে নলিনীকান্ত ভট্টশালী পূর্ববঙ্গের

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail :

ইতিকথা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৮ খ্রি. (ISSN 2320-3447 Itikotha) পৃ. ৫০-৮০
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

'দীনদয়ালের ঘরে'—সাহেবধনী ও কুবির গোঁসাই

অসীম বিশ্বাস*

(প্রাপ্ত: ১২ অক্টোবর ২০১৭ খ্রি., মানোন্নীত: ৫ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

শ্রীচৈতন্যোত্তর বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। বৃহত্তর ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি সামাজিক সচলতার অভাবে ভেঙে টুকরো-টুকরো হতে থাকে। অষ্টাদশ শতকে দেখা যায় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মূল ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির সমান্তরালে, এমনকি বিপরীতে বিভিন্ন লোকধর্ম বা গৌণধর্ম সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠে। এই সম্প্রদায়গুলি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব ধ্যানধারণা ও ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। এঁদের নিজস্ব ধর্মদর্শন ও আচার তাঁদেরকে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি থেকে পৃথক করে রেখেছে। সেরকমই একটি উপধর্ম সম্প্রদায় হল 'সাহেবধনী ধর্মসম্প্রদায়'। নদিয়ার চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা এই সম্প্রদায়ের প্রধান সাধনপীঠ ও শ্রীপাট। সাহেবধনী নামে এক মুসলিম মহিলা এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেও মুলীচাঁদ ও তাঁর পুত্র চরণ পালের নেতৃত্বে এই গুরুবাদী ধর্মসম্প্রদায়টি 'দীনদয়ালের ঘর' নামক স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হয়। চরণ পালের তিন শিষ্যের মধ্যে কুবির গোঁসাইয়ের পদে ও গানে এই ধর্মমত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সর্বধর্ম সম্প্রদায়ের বাতাবরণে, এই ধর্মমত নিম্নবর্গের ব্রাত্যজনকে কাছে টেনে সর্বসাধারণের ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তারই প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রবন্ধে সাহেবধনী ধর্মসম্প্রদায় ও কুবির গোঁসাইয়ের জীবনের বর্ণময় দিকগুলি তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস করা হল।

---

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম
e-mail : sriashim.biswas@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৮ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৮১-১০৪
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

সেই বিখ্যাত কান্তবাবুর দুটি হিসাবের বই

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী*

(প্রাপ্ত ও গৃহীত: ১৪ মার্চ, ২০১৮ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

কৃষ্ণকান্ত নন্দী বা কান্তবাবু অষ্টাদশ শতকের এক বহু উচ্চারিত নাম। সামান্য ব্যবসায়ী থেকে কীভাবে এক বিশাল জমিদারি তথা প্রকাণ্ড বাণিজ্যের কর্ণধার তিনি হয়েছিলেন—সে বিষয়ে বহু চর্চা হয়েছে। যেসব তথ্যের ভিত্তিতে সেই ইতিহাস বর্ণিত তাদেরই অন্যতম অংশ হল কান্তবাবুর হিসাবের বই। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দুটি হিসাবের বই থেকে যেমন বাজার মূল্যের কিছুটা হদিশ পাওয়া যায় তেমনি বোঝা যায় এক ক্রমবর্ধমানশীল বৈষ্ণব পরিবারের আচার-আচরণ। সেই আচরণ গৃহের অন্দরমহলেরও, যদিও প্রত্যক্ষভাবে নয়। দুর্গাপূজা ব্যতীত অন্যান্য পূজাও যে বৈভব ও ঐশ্বর্যের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে, সেটাও এখানে বোঝা যায়। আর বোঝা যায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুরুর কথাও।

সূচকশব্দ

কান্তবাবু, বেনিয়ান, হিসাবের খাতা, বৈষ্ণব।

আনুমানিক ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণকান্ত নন্দী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতা রাধাকৃষ্ণ নন্দীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাধাকৃষ্ণের পিতামহ কালিন্দীচরণ প্রায় ষাট বছর আগে বর্ধমানের সিজনাগ্রাম থেকে এসে কাশিমবাজারে বসবাস শুরু করেন। রাধাকৃষ্ণ শ্রীপুরে

---

* অধ্যাপক (অব.), নাট্যবিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : scn1928@yahoo.com

ইতিকথা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৮ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১০৫-১২৭
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

স্বাধীনোত্তর বাংলার উদ্‌বাস্তু সমস্যা সমাধানে লীলা রায়ের ভূমিকা: একটি মূল্যায়ন

পলাশ মণ্ডল*

(প্রাপ্ত: ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রি., গৃহীত: ২৪ অক্টোবর ২০১৭ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা ও দেশভাগ ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন যে সংকট সৃষ্টি করল তা হল উদ্‌বাস্তু সমস্যা। দেশবিভাজনের পর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের ঘর ছেড়ে বাধ্যতামূলকভাবে চলে আসা সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনাসমূহের অন্যতম। পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে আসতে শুরু করে ১৯৪৬-এর নোয়াখালির দাঙ্গার পর থেকেই। ১৯৪৯-এ হিন্দু সংখ্যালঘুদের পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসার প্রথম পর্যায় শেষ হয় ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে। ১৯৬০-৬১-তে বিপুল সংখ্যায় উদ্‌বাস্তু আগমনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়ে যায়। প্রয়োজনের তাগিদেই সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ United Central Refugee Council (UCRC) নামে কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা সংগঠন জন্ম নেয়। এই প্রেক্ষাপটে লীলা রায় স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উদ্‌বাস্তু সমস্যাসমাধানে কী ভূমিকা নিয়েছিলেন তা আলোচনা করব। উদ্‌বাস্তু সমস্যাটি যে জাতীয় সমস্যা, এই কমিটির পক্ষ থেকে লীলা রায় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সে দাবিও উত্থাপন করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার উদ্‌বাস্তুদের সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করেন লীলা রায়। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নৃশংসতায় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। লীলা রায়, অনিল রায় ইস্টবেঙ্গল

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ (বিভাগীয় প্রধান), বাসন্তী দেবী কলেজ।
e-mail : palashhist89@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৮ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১২৮-১৪৮
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

কংগ্রেস রাজনীতির রূপান্তর: ঔপনিবেশিক বাংলা ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পশ্চিমবঙ্গ

অজন্তা বিশ্বাস*

(প্রাপ্ত: ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রি., গৃহীত: ২৪ অক্টোবর ২০১৭ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

বিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতধারায় কংগ্রেস দলটির একটি বিশেষ জায়গা ছিল, কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দেড় দশকে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাংলা তার প্রাধান্য হারিয়ে জাতীয়তাবাদী মূল স্রোত থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু হল ১৯৩৭ থেকে ১৯৬৭-র মধ্যবর্তী সময়ে অবিভক্ত বাংলা ও পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসের ক্রমিক অবক্ষয়ের ইতিহাস। পাশাপাশি দেখানো হয়েছে আলোচ্য সময়কালে প্রতি আধিপত্যকামী শক্তি হিসেবে বামপন্থী রাজনীতির উত্থান কীভাবে ঘটেছিল। সরকারি ও বেসরকারি স্তরের নানা তথ্যসূত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে অবিভক্ত বংলা ও পশ্চিমবাংলার প্রদেশ কংগ্রেস দলটি একটি কাঠামোগত সংকট বা structural crisis-এ ভুগছিল—যে সংকট শুরু হয়েছিল ১৯৩০-এর দশক থেকে, সেটা আরও বেগবতী হয় স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে—১৯৫০-এর দশকে এবং চূড়ান্ত রূপ পায় ১৯৬০-এর দশকে।

সূচকশব্দ

কংগ্রেস রাজনীতি, অবিভক্ত বাংলা, পশ্চিমবঙ্গ, সংকট, বিরোধী শক্তি।

---

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : biswas.ajanta@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৮ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৪৯-১৮৫
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

১৮৭১ থেকে ১৯৪৫ সময়কালে বাংলার নয়া দক্ষিণপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও জার্মান জাতীয়তাবাদ: দুটি ভিন্নধর্মী জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ

সৌম্য বোস*

(*প্রাপ্ত: ৭ অগাস্ট ২০১৭ খ্রি., মানোনীত: ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.*)

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ, ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, ব্রিটিশ সরকারের 'বিভাজন ও শাসন নীতি', জাতিগত বৈষম্য, ঔপনিবেশিক প্রভুর দাম্ভিকতা, বেতন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অসম আচরণ, বঙ্গ বিভাজন এবং লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণিকে ক্রুদ্ধ করেছিল। অবশ্য রাজনৈতিক হতাশা ও ক্ষোভ প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল বাংলার এক সীমিত অংশকে— শহরের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণিকে। এই রাজনৈতিক হতাশা আর জাতিগত অবিচারের সমিধে অগ্নিসংযোগের কাজ করেছিল অর্থনৈতিক দুর্দশা। ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির অংশ হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষাপাতিত্বের নীতি এবং হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির জীবিকার ক্ষেত্রের ক্রমসংকোচন তাদের ক্ষুব্ধ করেছিল। এই ধরনের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ বাংলার হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির একাংশের মধ্যে এক নতুন হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। আর এই জাতীয়তাবাদ উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথে না হেঁটে এক নতুন ধারার জাতীয়তাবাদ তুলে ধরে যাকে নয়া দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদ আখ্যা দেওয়া হয়। যাইহোক উনবিংশ শতকের শেষ এবং

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ, কামারপুকুর।
e-mail : saumya123bose@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৮ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৮৬-২১২
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

চীন দেশ ও তিনটি ভিন্ন কাহিনি: ড. নর্মান বেথুন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, আশুতোষ রায়

অমিত ভট্টাচার্য*

(প্রাপ্ত: ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি., গৃহীত: ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

বিপ্লব-পূর্ব চীন আমাদের কাছে নানা কল্পনামিশ্রিত জগতের ছবি উপস্থিত করে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক চীন যে আগ্রাসী বিদেশি শক্তির কাছে হার মেনেছিল এবং তার পরিণতিতে চীনের মানুষের অর্থনৈতিক থেকে বৌদ্ধিক জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটেছিল—সেসব কথা নানাভাবে বিধৃত। চীনের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যায় তিব্বত, যেখানে বহিঃপৃথিবীর মানুষের গমনাগমনই ছিল কঠিন। এমনই সব পরিস্থিতির কথা ও সেইসঙ্গে বিপ্লবী যুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সংগ্রামের কথা আমরা নানা পথে জানতে পারি। বর্তমান প্রবন্ধে সেই সব অবস্থার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণী কয়েকটিকে জরিপ করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। শুধুমাত্র বিপন্ন মানুষকে সেবা করতে দূরতম কানাডা হতে আগত এক আদর্শবাদী চিকিৎসক যেমন এই রচনায় নায়ক তেমনি নায়ক সাধারণ চীনারা। আবার প্রাচীন, বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চার কেন্দ্র তিব্বতও কীভাবে বহির্বিশ্বে পরিচিত হচ্ছে এক ভারতীয়র মারফৎ সেটাও দেখার। সেইসঙ্গে দেখায় এক বাঙালি সৈনিকের দৃষ্টিতে চীন।

সূচকশব্দ

নর্মান বেথুন, কমরেড, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, বৌদ্ধশাস্ত্র, তিব্বত, আশুতোষ রায়।

---

* প্রফেসর (অব.), ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : bangiyaitihas@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৮ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২১৩-২১৯
www.bangiyaitihas.in

গ্রন্থ সমালোচনা

বিজ্ঞান শুধুই প্রাতিষ্ঠানিক নয়

নির্বাণ বসু*

(*প্রাপ্ত: ১২ মার্চ ২০১৮ খ্রি.*)

বিদ্যালয় জীবন থেকেই আমাদের সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হয়। পরবর্তীকালে ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। এরপর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে বিজ্ঞানের ছাত্ররা বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শিক্ষালাভ করেন। এরও পরে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিভাগ উপবিভাগে বিচরণ করেন। আমরা সাধারণভাবে সবাই জানি যে, বিজ্ঞান নিত্য অগ্রসরমান। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে ঠিক কী বোঝায় সেই ধারণাই, সেই সংজ্ঞাই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। এই জায়গা থেকেই সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের সুলিখিত গ্রন্থটির সূত্রপাত। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচির বাইরে বিজ্ঞানগবেষক বা বিজ্ঞানীর যে ছবি আমাদের মনে বাঁধা তা হল বাইরের সমাজসংসার বিস্মৃত আত্মভোলা, শশব্যস্ত এক সাধকের ছবি। বাঁধাধরা পাঠ্যসূচির অথবা একান্তই একমাত্রিক অন্তর্লীন গবেষণার বিষয় বিজ্ঞান কী করে আন্দোলনের অর্থাৎ বহুতর মানুষের একত্র সংগ্রামের বিষয় হতে পারে সেই আপাত অসম্ভব কাহিনিই সব্যসাচী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন তা ঘটেছে ইতিহাসেরই পথ বেয়ে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে।

আঠাশ পাতাব্যাপী দীর্ঘ প্রথম অধ্যায়টিতেই লেখকের মূল বক্তব্যের রূপরেখা পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা এসেছে রাজনৈতিক শক্তি বা শাসকের কাছ থেকে। অবশ্যই তা ধারাবাহিকভাবে নয়, খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত ভাবে। ব্রিটিশ শাসনে পৌঁছে আমরা দেখলাম

* প্রফেসর (অব.), ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
e-mail : bangiyaitihas@gmail.com

সংবাদকণিকা

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা তার প্রথাগত প্রধান কর্ম, *ইতিকথা* পত্রিকা প্রকাশের বাইরেও ইতিহাস, সাহিত্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির চর্চায় অন্য কিছু কাজও করে চলেছে। সেই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের অর্থানুকূল্যে ও বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজের সহযোগিতায় গত ৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজে *ভারতের আর্থসামাজিক ইতিহাস* বিষয়ে একদিনের রাজ্যস্তরীয় আলোচনাসভার আয়োজন করে। সভার উদ্বোধন করেন আমাদের সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরি। সভায় মোট ৫২টি গবেষণাপত্র পঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা তো বটেই, এমনকি পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ থেকেও প্রতিনিধিরা যোগ দেন। নির্বাচিত প্রবন্ধগুলির এক সংকলন প্রকাশিত হবে এ বছরের জাতীয় স্তরের আলোচনাসভা, যা ২৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজে অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মতোই এ বছরও ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসে যথাক্রমে রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার ও অমলেশ ত্রিপাঠী স্মারক বক্তৃতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ভারত বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুণাল চক্রবর্তী। বক্তৃতা সভাটি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, অধ্যাপিকা পলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

যদুনাথ সরকার স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা শিরিন মুসভি। বক্তৃতা সভাটি অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় উপাচার্য।

অমলেশ ত্রিপাঠী স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চর্চা বিভাগে উক্ত সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিটি বক্তৃতাই মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় এবং নিমেষে সেগুলি নিঃশেষিত হয়। একই সঙ্গে *History, Historian and Historiography* Vol. I নামে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতাও একত্রে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়।

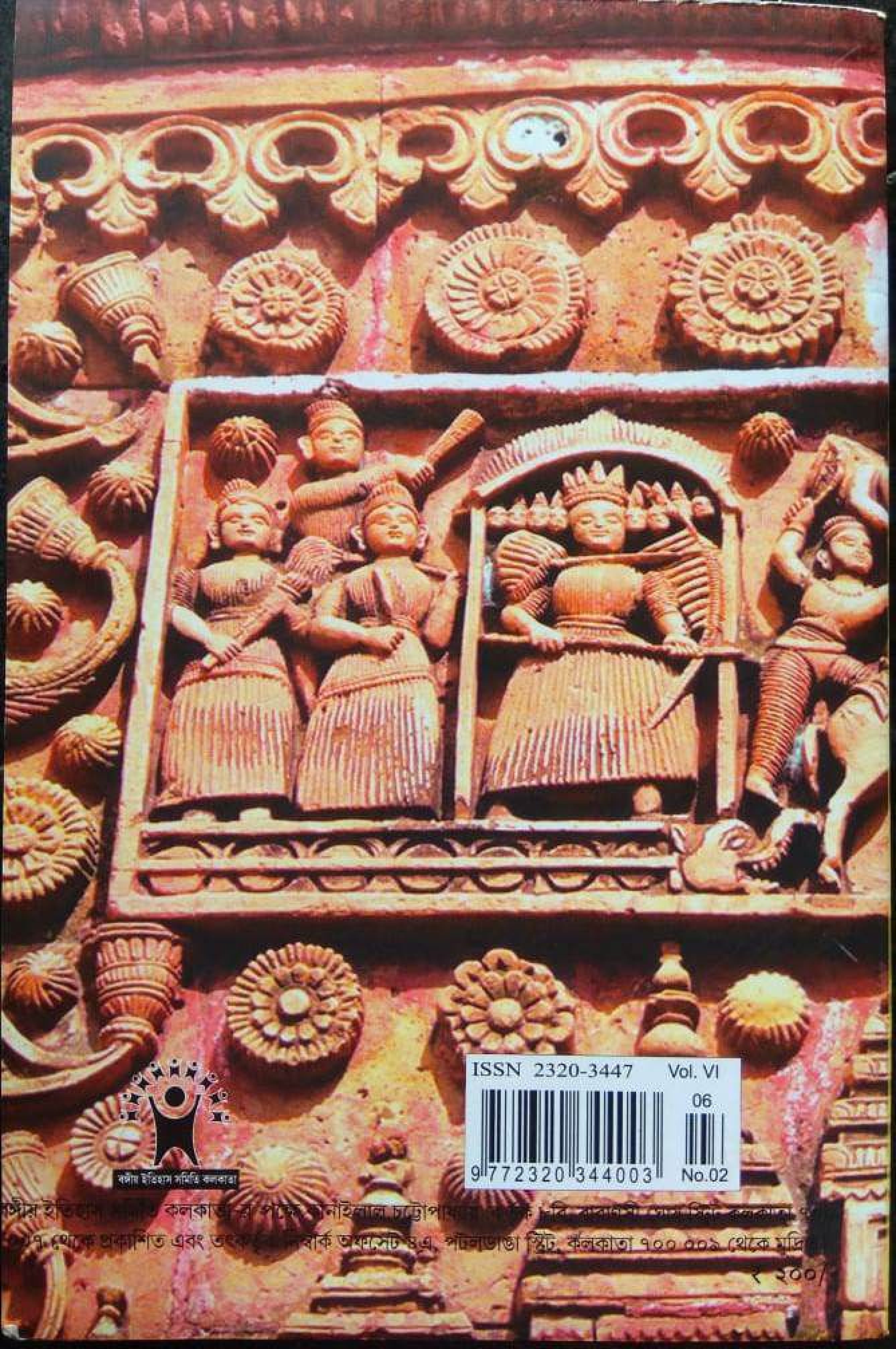

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ISSN 2320-3447 Vol. VI No.02

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা-র পক্ষে কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক [illegible] কলকাতা [illegible]
[illegible]০৭ থেকে প্রকাশিত এবং [illegible] অফসেট ৪এ, পটলডাঙা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

₹ ২০০/